Small Places, Large Issues
An Introduction to Social and Cultural Anthropology

ছোট ছোট জায়গা, বড় বড় বিষয়
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের একটি ভূমিকা

থমাস হাইল্যান্ড এরিকসেন

ছোট ছোট জায়গা, বড় বড় বিষয়

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের একটি ভূমিকা

অনুবাদ
জ্যোতির্ময় নন্দী

কথাপ্রকাশ
KATHAPROKASH

সূচি

মুখবন্ধ	৯
ভূমিকা : তুলনা ও প্রসঙ্গ	১১
নৃতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	২৫
মাঠকর্ম ও তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ	৫৩
সামাজিক ব্যক্তি	৭৯
স্থানীয় সংস্থা	১১১
ব্যক্তি এবং সমাজ	১৩৭
বংশধর হিসেবে আত্মীয়তা	১৭১
বিয়ে এবং মৈত্রীজোট	১৯৪
জেন্ডার এবং বয়স	২২০
সামাজিক পদানুক্রম	২৫০
রাজনীতি ও ক্ষমতা	২৭৫
বিনিময়	৩০৮
উৎপাদন ও প্রযুক্তি	৩৩৮
ধর্ম ও শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান	৩৬৫
চিন্তার ধরনগুলো	৩৯৬
একাধিক ঐতিহ্যের চ্যালেঞ্জ	৪২৬
জাতিসত্তা	৪৫৩
পরিচিতির রাজনীতি : জাতীয়তাবাদ ও সংখ্যালঘুরা	৪৭৬
বৈশ্বিক, স্থানীয় ও বিশ্বস্থানীয়	৫০৭
উপসংহার : অতঃপর করণীয় কী?	৫৩৭
গ্রন্থপঞ্জি	৫৪১
নির্ঘণ্ট	৫৮২

মুখবন্ধ

প্রারম্ভিক পরিচিতিমূলক একটা বই লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে এ যেন একসঙ্গে অনেক বল নিয়ে লোফালুফি করা। অথবা আরেকটা উপমার অপব্যবহার করে বলা যায়, এ যেন যথাসম্ভব কম ঢিল মেরে যত বেশি সম্ভব পাখি মারার চেষ্টা করা। এ বইয়ের বিভিন্ন সংস্করণ (নরওয়ের ভাষায় আরেকটা সংস্করণ প্রকাশ হয়েছে) নিয়ে কাজ করতে করতে আমার বারবার মনে হয়েছে, কত অবিশ্বাস্যভাবে বহুমুখী এই বিষয়টা! সহানুভূতিশীল পাঠক আর পর্যালোচকদের মন্তব্য এবং প্রস্তাবগুলো আমার খুব উপকারী বলেই মনে হয়েছে কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি যে, সব কটা ভালো প্রস্তাব হয়তো আমার পক্ষে নেওয়া সম্ভব হবে না। এমনিতেই বইটা বৃহদায়তন হয়ে গেছে। এখন কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার।

নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রে যাঁরা নবাগত তাঁরা হয়তো লক্ষ করবেন যে, বইটির মূল তত্ত্বীয় কাঠামো ইউরোপীয় এবং প্রধানত ব্রিটিশ (এবং স্ক্যান্ডিনেভীয়) নৃতত্ত্বনির্ভর। তবে তাঁরা এতে ফরাসি কাঠামোবাদী এবং মার্কিন প্রতীকবাদী নৃতত্ত্বের সুস্পষ্ট প্রভাব দেখতে পাবেন। এ বইয়ে ইংরেজি ছাড়া অন্য কোনো ভাষা থেকে নেওয়া উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আমি আমার করা অনুবাদ ব্যবহার করেছি।

সবচেয়ে বিতর্কিত যে কাজটি করেছি সেটা সম্ভবত 'ধ্রুপদি' নৃতত্ত্বকে এ বইয়ের কয়েকটি অধ্যায়ে একটা বিশেষ লক্ষণীয় স্থান দেওয়া হয়েছে, যদিও সাম্প্রতিক অগ্রগতিগুলোও আলোচনা করা হয়েছে। এ সিদ্ধান্তের প্রধান কারণ শুধু এই যে, ধ্রুপদি নৃতত্ত্বের অন্তত পক্ষে রূপরেখাটা জানা থাকলে পরের ধারাগুলো এবং বিতর্কগুলো বুঝতে সুবিধা হয়।

তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক—উভয় ক্ষেত্রে অগ্রগতিটা হয়েছে সরল থেকে ক্রমশ অধিকতর জটিল ছাঁচ আর সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের দিকে। একজন নৃতত্ত্ববিদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত নৃতাত্ত্বিক বিষয়ভিত্তিক রচনাগুলোর সঙ্গী-গ্রন্থ হিসেবেই মূলত এ বই লেখা হয়েছে, পাঠ্যবইসুলভ বিষয়ভিত্তিক পর্যালোচনাগুলোর কথা বাদ দিলেও।

আমার লক্ষ্য হলো, স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের সামাজিক নৃতত্ত্ব সম্পর্কে কিছু শেখানো। আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি যে, সমাজ ও সংস্কৃতির তুলনামূলক অধ্যয়ন হলো একটি শক্তিশালী অস্তিত্বমূলক ও রাজনৈতিক সম্ভাবনাপূর্ণ মৌলিক বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রিয়া। বিভিন্ন সমাজ সম্পর্কে অধ্যয়ন ও গবেষণার মধ্য দিয়ে আমরা যে শুধু বিশ্ব সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কিছু বিষয় জানি তা নয়, আমাদের নিজেদের সম্পর্কেও জানি। কার্স্টেন হ্যাস্ট্রুপের (Kirsten Hastrup) কথায়, নৃতত্ত্ববিদরা চেনাকে অচেনা আর অচেনাকে চেনা করে তোলেন। তাই 'পশ্চিমা' সমাজের সঙ্গে তুলনাটি অন্তর্নিহিতভাবে আগাগোড়াই সমস্যামূলক, এমনকি বিষয়টা যখন মেলানেশীয় উপহার প্রদান, মালাগাসীয় আচার-অনুষ্ঠান বা নুয়েরীয় রাজনীতি, তখনো। সত্য বলতে কি, পুরো বইটিকে সম্ভবত তুলনামূলক চিন্তনের একটি অনুক্রম হিসেবে পড়া যেতে পারে।

বইটি লেখা ছিল একটা প্রেমজ শ্রমের কাজ, আবার মাঝে মাঝে হতাশা আর ব্যর্থতারও বটে। আমি তাই রিচার্ড উইলসন (Richard Wilson), টিম ইনগোল্ড (Tim Ingold) এবং আমার অসংখ্য স্ক্যান্ডেনেভীয় সহকর্মী এবং বইটির নরওয়ে ভাষার সংস্করণের পর্যালোচকদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ, তাঁদের দেওয়া অনেক উৎসাহ আর পরামর্শের জন্য। অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার স্নাতকার্থী ছাত্ররা আমাকে নৃতত্ত্বের অনেক কিছু শিখিয়েছে বললে হয়তো ভণ্ডামোর মতো শোনাবে। কিন্তু তারপরও বলতে হবে যে, নৃতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যাপারে আমি যতটুকু জানি, তার বেশির ভাগই শিখিয়েছে এরাই। তাই এ বই রচনায় সাফল্যের পেছনে তাদেরও ভাগ আছে। কিন্তু এ ধরনের সমাজে যেটা স্বাভাবিক, দায়িত্বটা পুরো আমার একার ওপরেই ছিল।

থমাস হাইল্যান্ড এরিকসেন
অসলো, গ্রীষ্মকাল, ১৯৯৫

ভূমিকা : তুলনা ও প্রসঙ্গ

নৃতত্ত্ব হলো মানুষকে নিয়ে দর্শন।

—টিম ইনগোল্ড (Tim Ingold)

এ বইটি হলো একটা ভ্রমণের আমন্ত্রণ, যে ভ্রমণের চেয়ে বড় পুরস্কার মানুষের জন্য আর হতে পারে না এবং যা অবশ্যই দীর্ঘতম ভ্রমণগুলোর মধ্যে একটা। এটা পাঠককে নিয়ে যাবে আমাজনের স্যাঁতসেঁতে বর্ষণ অরণ্য থেকে আধা-মরুময় অঞ্চল উত্তর মেরু পর্যন্ত; নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের আকাশচুম্বী অট্টালিকা থেকে সাহেলের মেটে কুঁড়েঘর অব্দি; নিউগিনির গ্রামাঞ্চল থেকে আফ্রিকান শহরগুলোর 'হাইল্যান্ড' বা উচ্চভূমির শহর পর্যন্ত।

অন্য অর্থেও এটা একটা দীর্ঘ ভ্রমণ। পুরো মানব সমাজটাই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের আগ্রহের বিষয়। এ বিজ্ঞান চেষ্টা করে আমাদের অস্তিত্বের বিভিন্ন দিকের মধ্যকার সম্পর্ক বা সংযোগগুলো বুঝতে। যেমন ধরুন, যখন আমরা মধ্য নাইজেরিয়ার টিভদের (Tivs) ঐতিহ্যবাহী অর্থনৈতিক পদ্ধতি অধ্যয়ন করি, এ অনুসন্ধানের একটা অত্যাবশ্যকীয় অংশ গড়ে ওঠে কীভাবে তাদের অর্থনীতি তাদের সমাজের অন্যান্য দিকের সঙ্গে জড়িত তা অনুধাবনের মধ্যে। এদিকটা যদি অনুপস্থিত থাকে,

নৃতত্ত্ববিদদের পক্ষে টিভদের অর্থনীতি বোধগম্য হবে না। টিভরা ঐতিহ্যগতভাবে জমি ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে না এবং প্রথাগতভাবে তারা কোনো জিনিসের দাম দেওয়ার জন্য টাকা ব্যবহার করে না—এগুলো আমাদের জানা না থাকলে তারা নিজেরা তাদের পরিস্থিতিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করে এবং ঔপনিবেশিক কালে তাদের সমাজে আরোপিত অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলোর প্রতি কীভাবে তারা প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে, তা বোঝা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হবে।

নৃতত্ত্ব বিশ্বের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের বিবরণ দিতে চেষ্টা করে। তবে নৃতাত্ত্বিক প্রকল্পের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গড়ে ওঠে বিভিন্ন সামাজিক পদ্ধতি আর মানবিক সম্পর্কগুলোর মধ্যকার সাদৃশ্যগুলো সম্পর্কে ধারণা ও অনুধাবনের মধ্য দিয়ে। বিশ শতকের সর্বাগ্রগণ্য নৃতত্ত্ববিদদের অন্যতম ক্লোদ লেভি-স্ত্রোস (Claude Lévi-Strauss) বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন : 'নৃতত্ত্ব তার গবেষণার বস্তু হিসেবে পেয়েছে মানুষকে, কিন্তু এটা তার বিষয়বস্তুকে তার সবচেয়ে বহুমুখী প্রকাশের মধ্য দিয়ে ধরার চেষ্টা করে, যেটা আর কোনো মানবিক বিজ্ঞান করে না' (১৯৮৩ : ৪৯)। কথাটা অন্যভাবে বলা যাক : মানুষ যে কত বিভিন্ন রকম হতে পারে, নৃতত্ত্ব সেই কথা বলে। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও খুঁজে বের করার চেষ্টা করে যে, কোন অর্থে বলা যায় সকল মানুষের মধ্যেই কিছু সাধারণ সাদৃশ্য রয়েছে।

আরেকজন বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ ক্লিফোর্ড গিয়ার্টজ (Clifford Geertz) অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাঁর একটি প্রবন্ধে, যেটাতে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে আলোচনা করা হয়েছে মানুষ আর পশুর মধ্যকার পার্থক্যগুলো :

> আমরা যদি মনুষ্যত্ব যাচাই করতে চাই, তা হলে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে মানুষ আসলে কী। এবং দেখা যাবে, মানুষের আসল পরিচয় হলো তার বৈচিত্র্যে। এই বৈচিত্র্যের পরিধি, প্রকৃতি, ভিত্তি এবং তার প্রয়োগ অনুধাবনের মাধ্যমেই আমরা মানব প্রকৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারব, পরিসংখ্যানলব্ধ ছায়ামূর্তি বা আদিমতাবাদী স্বপ্ন থেকে অবশ্যই শ্রেয়তর, যার মধ্যে সারপদার্থ আর সত্য দুটোই থাকবে। *(গিয়ার্টজ ১৯৭৩ : ৫২)*

যদিও নৃতত্ত্ববিদদের ব্যাপক পরিধির এবং প্রায়শই অত্যন্ত বিশেষায়িত আগ্রহের অনেক বিষয় থাকে, তবে একটা সমাজের ভেতরকার সম্পর্ক আর বিভিন্ন সমাজের মধ্যকার সম্পর্ক জানতে তারা সকলেই আগ্রহী। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের বিষয়বস্তু আর তত্ত্বসমূহের মধ্য দিয়ে আমাদের ভ্রমণপথে আমরা যতই সামনে এগোব ততই একটা বিষয় ক্রমশ পরিষ্কার হবে যে, এসব সমস্যা নিয়ে কাজ করার বহু পন্থা রয়েছে। মধ্য আফ্রিকার আজান্দে (Azande) জনগোষ্ঠীর লোকেরা কেন এবং কী অর্থে ডাইনিতে বিশ্বাস করে, সামাজিক বৈষম্য সুইডেনের চেয়ে ব্রাজিলে বেশি কেন, মরিশাসের অধিবাসীরা কী করে জাতিগোষ্ঠীগত সহিংস সংঘর্ষ এড়াতে পারল, অথবা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইনুইট বা এস্কিমোদের চিরাচরিত জীবনযাত্রার কী অবস্থা দাঁড়িয়েছে—এ ধরনের বিষয়গুলো জানতে বা বুঝতে কেউ আগ্রহী হলে জানা থাকা দরকার যে, এগুলোর বেশির ভাগকে নিয়ে এক বা একাধিক নৃতত্ত্ববিদ গবেষণা চালিয়েছেন এবং লিখেছেন। ধর্ম, শিশুপালন, রাজনৈতিক ক্ষমতা, অর্থনৈতিক জীবন বা নারী-পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় অধ্যয়নে কেউ আগ্রহী হলে জ্ঞান আর অনুপ্রেরণার জন্য পেশাদার নৃতাত্ত্বিক-সাহিত্যের কাছে যেতে পারেন। নৃতত্ত্ব এভাবে বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে তুলনা করে এবং তুলনার জন্য অবিরাম কৌতূহলোদ্দীপক দিক খুঁজে যায়। ধরুন, কেউ যদি নিউগিনির উচ্চভূমির একটা জনগোষ্ঠীর ব্যাপারে প্রবন্ধ লিখতে চান, তিনি অবশ্যই চাইবেন সে বিষয়ে অন্ততপক্ষে কিছু ধারণাসহ (যেমন—আত্মীয়তার সম্পর্ক, লিঙ্গভেদে ক্ষমতা) বর্ণনায় অংশ নিতে। সেটা করতে গেলেই তাঁকে অন্যান্য সমাজের এই দিকগুলোর সঙ্গে তুলনার দরকার হবে।

বিদ্যাটি মানুষের অস্তিত্বের বিভিন্ন দিকের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্কের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট। নৃতাত্ত্বিকরা সাধারণত একটা বিশেষ সমাজে বা একটা বিলীয়মান সামাজিক পরিবেশে স্থানীয় জীবন পর্যবেক্ষণকে তাঁদের যাত্রা শুরুর বিন্দু হিসেবে ধরে নিয়ে এসব আন্তঃসম্পর্কের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালান। তাই কেউ হয়তো বলতে পারেন যে, নৃতত্ত্ব বড় বড় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, আবার তার পাশাপাশি ছোট ছোট জায়গা থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টিগুলো টেনে আনে। ছোট আকারের অশিল্পায়িত সমাজগুলোর ওপর

ঐতিহ্যগত দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখাটাই নৃতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক দিক, যেটা তাকে সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে কর্মরত অন্যান্য বিষয় থেকে আলাদা করে। অবশ্য বিশ্বে এবং বিদ্যাটির নিজের মধ্যেও নানা পরিবর্তনের কারণে এটাকে আর নিখুঁত বর্ণনা বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে যেকোনো সামাজিক পদ্ধতি নৃতাত্ত্বিকভাবে অধ্যয়ন করা যায় এবং সমসাময়িক নৃতাত্ত্বিক গবেষণার পরিধি প্রায়োগিক ও বিষয়বস্তুগত উভয় দিক থেকে বহুধাবিস্তৃত।

বিষয়টির একটি রূপরেখা

তা হলে নৃতত্ত্ব জিনিসটা কী? প্রথমে শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত দিকটা দেখা যাক। নৃতত্ত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'অ্যানথ্রোপলজি' (anthropology)। শব্দটির উদ্ভব হয়েছে দুটো গ্রিক শব্দ 'অ্যানথ্রোপস্' (anthropos) এবং 'লোগোস্' (logos)-এর সমন্বয়ে, যাদের অর্থ হলো যথাক্রমে 'মানুষ' ও 'যুক্তি'। অতএব নৃতত্ত্ব বা অ্যানথ্রোপলজি মানে দাঁড়ায় 'মানুষবিষয়ক যুক্তি' বা 'মানুষবিষয়ক জ্ঞান'। অনুরূপভাবে সামাজিক নৃতত্ত্ব মানে দাঁড়ায় 'সমাজে বসবাসরত মানুষদের সম্পর্কে জ্ঞান'। এ ধরনের সংজ্ঞা অবশ্য অ্যানথ্রোপলজি ছাড়া অন্য সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে, কিন্তু তারপরও শুরুতে এটা কাজে লাগতে পারে।

এ বিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি শব্দ 'সংস্কৃতি'র ইংরেজি প্রতিশব্দ 'কালচার' (culture) কথাটা এসেছে লাতিন 'কলেরে' (colere) থেকে, যার মানে হলো কর্ষণ বা চর্চা করা। 'উপনিবেশ'-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'কলোনি'ও এসেছে একই উৎস থেকে। সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব বলতে তাই বোঝায় 'কর্ষিত বা কৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ সম্পর্কে জ্ঞান'। এটা হলো মানুষের সেসব দিক সম্পর্কে জ্ঞান যেগুলো সহজাত নয়, বরং অর্জিত দিকের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

'কালচার' শব্দটি ইংরেজি ভাষায় সবচেয়ে জটিল দু-তিনটি শব্দের একটি হিসেবে বর্ণিত হয়েছে (উইলিয়ামস [Williams] ১৯৮১ : ৮৭)। ১৯৫০-এর দশকের গোড়ার দিকে ক্লাইড ক্লাখন (Clyde Kluckhohn) ও অ্যালফ্রেড ক্রোয়েবার (১৯৫২) সংস্কৃতির ১৬১ রকম সংজ্ঞার্থ উপস্থাপন করেন। এগুলোর বেশির ভাগই এখানে আলোচনা করা সম্ভব হবে না। তা ছাড়া ভাগ্য ভালো যে, এগুলোর বেশির ভাগই প্রায় একই রকম।

সংস্কৃতির প্রাথমিক সংজ্ঞায়ন হিসেবে সেসব সামর্থ্য, ধারণা আর আচরণের ধরনকে চিহ্নিত করা হয়, সেগুলো মানুষ অর্জন করেছে সমাজের সদস্য হিসেবে। এ ধরনের একটা সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন দুই ভিক্টোরীয় নৃতত্ত্ববিদ এডওয়ার্ড টাইলর (Edward Tylor) আর গিয়ার্টজ (Geertz), যদিও পরের জন আচরণের চেয়ে অর্থের ওপর বেশি জোর দিয়েছেন। নৃতাত্ত্বিকদের মধ্যে সংস্কৃতির সবচেয়ে বেশি প্রচলিত সংজ্ঞার্থগুলোর মধ্যে এটা একটা।

তারপরও সংস্কৃতি একটা মৌলিক দ্ব্যর্থবোধকতা বহন করে। একদিক থেকে প্রতিটি মানুষই সমভাবে সাংস্কৃতিক। এ অর্থে শব্দটা দিয়ে নিখিল মানব জাতির মধ্যকার একটা মৌলিক সাদৃশ্যকে বোঝানো হয়েছে। অন্যদিকে, মানুষ বিভিন্ন সামর্থ্য, ধারণা ইত্যাদি অর্জন করেছে এবং সে জন্য তারা সংস্কৃতিগতভাবে আলাদা। তাই অন্য কথায়, সংস্কৃতি বলতে মানুষে মানুষে মৌলিক সাদৃশ্য এবং পদ্ধতিগত বৈসাদৃশ্য দুটোই বোঝায়।

এটা যদি খানিকটা জটিল শোনায়, এখানে এসে আরও কিছু জটিলতা যোগ করতে হবে। সত্যি বলতে কি, বিংশ শতাব্দীর শেষের দিককার দশকগুলোতে সংস্কৃতির সংজ্ঞার্থ নিয়ে আটলান্টিকের দু-তীরের নৃতত্ত্বে গভীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। সংস্কৃতি সম্পর্কে ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে পরপর প্রকাশিত কয়েকটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সুলিখিত প্রবন্ধে (গিয়ার্টজ ১৯৭৩, ১৯৮৩) বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত প্রভাবশালী গিয়ার্টজীয় ধারণায় সংস্কৃতিকে একই সঙ্গে একটা সমন্বিত সমগ্র হিসেবে, মেলানোর জন্য সব সূত্র হাতের কাছেই আছে এমন একটা ধাঁধা হিসেবে এবং একটি জনগোষ্ঠী যার অংশীদার এমন একটি অর্থ পদ্ধতি হিসেবে দেখানো হয়েছে। সংস্কৃতি এভাবে দেখা দিয়েছে একটা সমন্বিত, একটি জনগোষ্ঠীতে ভাগাভাগিকৃত এবং কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ হিসেবে। কিন্তু একটা জনগোষ্ঠীর ভেতরকার বিভিন্নতাগুলোর এবং প্রতিবেশী জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যকার সাদৃশ্য বা পারস্পরিক সংযোগগুলোর কী হবে? তা ছাড়া প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিকভাবে চালিত যে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াগুলো (অধ্যায় ১৯ দেখুন) বিশ্বের প্রায় প্রতিটি কোনায় কোনায় বিভিন্ন মাত্রায় ফুটবল বিশ্বকাপ আর কর্মখালির খবর, মানবাধিকারের ধারণা ইত্যাদি পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করছে, তার কী করা হবে? অনেক ক্ষেত্রে এটা অবশ্যই বলা যাবে যে,

একটি জায়গার জাতীয় বা স্থানীয় সংস্কৃতি সেখানকার অধিবাসীদের সবাই বা বেশির ভাগই ব্যবহার করে না, তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধও নয়। এ আপ্তবাক্যের সত্যতা আমি সাধারণত 'সাংস্কৃতিকভাবে সমসত্ত্ব' হিসেবে বিবেচিত আমার নিজ দেশ নরওয়েতে অনুসন্ধান করে দেখেছি (এরিকসেন [Eriksen] ১৯৯৩বি)। সংস্কৃতির প্রধান সংজ্ঞার্থগুলোতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যে বাড়তি রকমের নিখুঁত ও গোছানো ছবি তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলোর কয়েকটি নিয়ে পরের অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হবে। সংস্কৃতির সংজ্ঞায়নের বিকল্প পন্থারও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যেমন—অবাধ 'সাংস্কৃতিক প্রবাহ' হিসেবে, অথবা 'আলোচনাক্ষেত্র' হিসেবে বা 'জ্ঞানের ঐতিহ্য হিসেবে' এবং কেউ কেউ এমনকি পুরো ধারণাটা থেকেই বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন (এ বিষয়ক কিছু আলোচনার জন্য দেখুন ক্লিফোর্ড অ্যান্ড মার্কাস [Clifford and Marcus] ১৯৮৬; অর্টনার [Ortner] ১৯৯৯)। পরে আমি যেটা দেখাতে যাচ্ছি, সমাজের সংজ্ঞার্থও অনুরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু তারা যতই সমস্যাক্রান্ত হোক, সংস্কৃতি ও সমাজের সংজ্ঞার্থ দুটোই এখনো নৃতত্ত্বের ধারণাগত শিরদাঁড়ার অংশবিশেষ গড়ে দেয় বলে মনে হয়। অ্যাডাম কুপার ([Adam Kuper] ১৯৯৯ : ২২৬) তাঁর কর্তৃত্বব্যঞ্জক, গভীরভাবে দ্ব্যর্থবোধক পর্যালোচনায় বলেছেন, 'নৃতত্ত্ববিদরা আজকাল সংস্কৃতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে ঘাবড়ে যান, যা দেখে অবাক লাগে এ কারণে যে, সংস্কৃতির নৃতত্ত্বের কাহিনি তো এক সাফল্যেরই কাহিনি।' এই 'ঘাবড়ে যাওয়া'র পেছনকার কারণ শুধু সংস্কৃতি শব্দটার প্রতিদ্বন্দ্বিতারত অর্থগুলো নয়, বরং সংস্কৃতির যে সংজ্ঞার্থগুলো নৃতত্ত্বের ধ্রুপদি সংজ্ঞার্থের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, পরিচয়ের রাজনীতি (identity politics)-তে সেগুলো থেকে রাজনৈতিক ফায়দা আদায় করা হচ্ছে সে কারণেও বটে (অধ্যায় ১৭-১৯ দেখুন)।

সংস্কৃতি ও সমাজের মধ্যকার সম্পর্ক নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যায়। সংস্কৃতি বলতে বোঝায় সত্তার অর্জিত, জ্ঞানাত্মক ও প্রতীকী দিকগুলো। অন্যদিকে, সমাজ বলতে বোঝায় মানবজীবনের সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, মিথস্ক্রিয়ার ধরনসমূহ এবং ক্ষমতার সম্পর্ককে। এই বিশ্লেষণাত্মক পার্থক্যের প্রায়োগিক দিকটা প্রথম দিকে বিভ্রান্তিকর মনে হলেও ক্রমে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। নৃতত্ত্বের একটা সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞার্থ তাই